যুগান্তর

তারিখ ... 27 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

প্রতারণার শিকার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক দ্বিজেন ব্যানার্জি

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় পর্যায়ে দু'বার স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষক' দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। পেনশনের ১৬ লাখ টাকায় স্ত্রী মিনাক্ষী ব্যানার্জির নামে চার শতক জমি কিনেছিলেন। জমি ব্যবসায়ী পরিচয়ে শ্যামল কুমার ঘোষ মিনাক্ষীকে ১০ লাখ টাকায় 'বিতর্কিত জমি'র দলিল গছিয়ে ১৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। দেবোত্তর সম্পত্তি দাবি করে আদালতে মামলা হওয়ার পর তারা বিষয়টি বুঝতে পারেন। জীবনের শেষ সঞ্চয় হারিয়ে দ্বিজেন দম্পতি এখন দিশেহারা। অর্থাভাবে হাসপাতালে চিকিৎসা অসমাপ্ত রেখেই রাজশাহী ফিরে গেছেন দ্বিজেন। বুকের ব্যথায় গত ১৮ মে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি হন। পরদিন হাসপাতাল ছাড়েন। চিকিৎসকরা বলেছেন, ফের ব্যথা ওঠার ১৫ মিনিটের মধ্যেই তাকে হাসপাতালে আসতে হবে। হাসপাতাল ছাড়ার আগে দ্বিজেন রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে যুগান্তর প্রতিবেদককে এসব কথা জানান।

দ্বিজেন রাজশাহীর সিরোইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর নেন। শেষ বয়সে দিনাজপুরে থিতু হবেন। এ আশায় জমি কিনেছিলেন। এখন সর্বস্বান্ত। টাকা উদ্ধারে মামলা করার বয়স, খরচ বহনের সামর্থ্য তার নেই।

শ্যামলের কাছে টাকা ফেরত চেয়ে পাননি। শ্যামল উল্টো তাকে

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

প্রতারণার শিকার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শাসিয়েছেন। জীবনের হুমকি আসায় থানায় জিডি করেছেন দ্বিজেন। অথচ দলিলদাতার হলফনামায় উল্লেখ আছে, '...আমি বা আমরা এই জমির নিরংকুশ মালিক, এই সম্পত্তি খাস/অর্পিত সম্পত্তি নয়, বা অন্য কোনোভাবে সরকারের ওপর বর্তায় নাই। কোনো তথ্য ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে আমি/আমরা দায়ী হইব এবং আমি/আমার বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা করা যাইবে...।'